খোৎবার সারাংশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১২ এপ্রিল, ২০১৯

আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গতকাল ১২ই এপ্রিল, ২০১৯ লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে আবারো মহানবী (সা.)এর বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করে খুতবা প্রদান করেন। হুযূর (আই.) বলেন, আজ আমি যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মধ্যে প্রথমে রয়েছেন হযরত হুসায়ন বিন হারেস (রা.)। তার মায়ের নাম ছিল সুখাইলা বিনতে খাযাঈ। তিনি বনু মুত্তালিব বিন আবদে মানাফের সদস্য ছিলেন; তিনি তার দু'ভাই হযরত তোফায়েল ও উবাইদার সাথে মদীনায় হিজরত করেন, তাদের সাথে হযরত মিসতাহ্ ও আব্বাদ বিন মুত্তালিবও ছিলেন। মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়েরকে তার ধর্মভাই বানিয়েছিলেন। তিনি বদর, উহুদসহ সকল যুদ্ধেই মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন; তার দু'ভাইও বদরী সাহাবী ছিলেন। ৩২ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী সাহাবী হলেন, হযরত সাফওয়ান (রা.)। তার পিতার নাম ছিল ওয়াহাব বিন রবীআ। তিনি বনু হারেস বিন ফাহর গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার দু'ভাইয়ের নাম হযরত সাহল ও সুহায়েল, তবে তারা সেই দুই সহোদর নন যাদের কাছ থেকে মহানবী (সা.) মসজিদে নববীর জমি ক্রয় করেছিলেন। মহানবী (সা.) রাফে বিন মুআল্লাকে তার ধর্মভাই বানান; অন্য এক বর্ণনায় রাফে বিন আজলানের নাম এসেছে। তার মৃত্যুর ব্যাপারেও একাধিক মত রয়েছে। কারও মতে তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তোয়াইমা বিন আদী তাকে শহীদ করে; তবে অপর কতক বর্ণনামতে তিনি বদর, উহুদসহ সকল যুদ্ধেই অংশ নেন এবং ১৮ হিজরি বা ৩০ হিজরি অথবা মতান্তরে ৩৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

এরপর হুযূর স্মৃতিচারণ করেন হযরত মুবাশ্বের বিন আবদুল মুনযের (রা.)-এর, তার পিতা ছিলেন, আব্দুল মুনযের ও মাতা নাসিবা বিনতে যায়েদ। তিনি অওস গোত্রের লোক ছিলেন। আকিল বিন আবু বুকায়র তার ধর্মভাই ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়ে শাহাদাতবরণ করেন, তার দু'ভাই হযরত আবু লুবাবা ও রিফাআও বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বর্ণনা করেন, 'উহুদের যুদ্ধের আগে আমি স্বপ্নে দেখি যে, মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের আমাকে বলছেন, তুমি কয়েকদিন পরেই আমাদের কাছে চলে আসবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় আছেন? তিনি বলেন, আমি জান্নাতে আছি, এখানে আমরা যেখানে খুশি যাই, পানাহার করি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি না বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই; কিন্তু আমাকে আবারও জীবিত করে দেয়া হয়েছে।'

পরবর্তী সাহাবী হযরত ওয়ারকা বিন আইয়াস (রা.)। তার পিতার নাম হল, আইয়াস বিন আমর। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি তার দুই ভাই হযরত রবী ও আমর এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি অন্যান্য যুদ্ধেও মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে একাদশ হিজরিতে তিনি শহীদ হন।

পরবর্তী সাহাবী হযরত মুহরেয বিন নাযলা (রা.)। তার পিতার নাম নাযলা বিন আব্দুল্লাহ্। তিনি খুব ফর্সা ও সুদর্শন ছিলেন। তিনি আখরাম নামেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি মক্কার বনু গানাম বিন দুদান গোত্রের লোক ছিলেন; এই গোত্রটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এই গোত্রের নারী-পুরুষরা প্রায় সবাই মদীনায় হিজরত করেন, যাদের মধ্যে হযরত মুহরেযও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেন। হযরত মুহরেয একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে শাহাদতের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। অতঃপর ৬ষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত গাবার যুদ্ধ বা যিকারাদের যুদ্ধে তিনি শাহাদতবরণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলমানরা মদীনায় ফেরত যাচ্ছিল, পথিমধ্যে একস্থানে যাত্রাবিরতি নেয়া হয়। সেই স্থান ও বনু লহইয়ানের এলাকা পাশাপাশি ছিল, মাঝখানে ছিল একটি পাহাড়। মহানবী (সা.) নিজের উটগুলো রাবাহ নামক এক দাসের সাথে মদীনা অভিমুখে পাঠিয়ে দেন, হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.)-ও হযরত তালহার ঘোড়ায় চড়ে তার সাথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে আব্দুর রহমান নামক এক মুশরিক তার কিছু সঙ্গীসহ মহানবী (সা.)-এর উষ্ট্রপালের ওপর আক্রমন করে ও উটের রাখালকে হত্যা করে সবগুলো উট ছিনিয়ে নিয়ে যায়। হযরত সালামা রাবাহকে হযরত তালহার ঘোড়া দিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে দ্রুত পাঠিয়ে দেন এবং সবকিছু তাঁকে (সা.) অবহিত করতে বলেন। আর নিজে একাই মুশরিকদেরকে উচ্চস্বরে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং কখনো তীর দিয়ে, কখনো পাথর দিয়ে তাদের আক্রমণ করে আহত করতে থাকেন। হযরত সালামা একা হওয়া সত্ত্বেও মুশরিকরা তার সাথে পেরে ওঠেনি, কারণ তার রণকৌশল ছিল অত্যন্ত সুনিপুণ। পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর কতিপয় সাহাবী ঘোড়ায় চেপে সেখানে এসে পৌঁছেন, যাদের মধ্যে হযরত মুহরেয বিন নাযলাও ছিলেন। তারা শত্রুদের সাথে লড়াইয়ে জন্য অগ্রসর হলে হযরত সালামা হযরত মুহরেযের ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘুরিয়ে দেন ও তাকে বাধা দিয়ে মহানবী (সা.) ও বাকি সাহাবীদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু হযরত মুহরেয তাকে বলেন, 'হে সালামা, যদি তুমি আল্লাহ্ ও আখিরাত এবং জান্নাত-জাহান্নামকে সত্য বলে বিশ্বাস কর, তবে আমার ও শাহাদাতের মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়িও না।' তখন সালামা তাকে ছেড়ে দেন, আর তিনি আব্দুর রহমানের ওপর আক্রমণ করে তাকে ও তার ঘোড়াকে আহত করেন। কিন্তু সেই মুশরিক আব্দুর রহমান বর্শা দিয়ে আঘাত করে তাকে শহীদ করে দেয়, আর তার ঘোড়া নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু হযরত আবু কাতাদা তার পিছু ধাওয়া করে তাকে হত্যা করেন। হযরত সালামা সেদিন আরও বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং একাই গিয়ে মুশরিকদের কয়েকজনকে হত্যা করে মহানবী (সা.) সবগুলো উট ফিরিয়ে আনেন, এমনকি মুশরিকদেরও কয়েকটি উট ও ঘোড়া দখল করেন। পরে তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে এসে তার সাথে একদল সাহাবীকে পাঠাতে বলেন যেন লুটেরা মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করে তাদের সবাইকে হত্যা করেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে নিরস্ত করেন ও বলেন, হে ইবনে আকওয়া! তুমি তো জয়ী

হয়েছ, এখন তাদের ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তারা যা ছিনিয়ে নিয়েছিল তা তো ফেরত পেয়ে গেছ, যথেষ্ট শাস্তিও তাদের হয়েছে; এবার আর তাদের তাড়া করার কোন দরকার নেই। এরপর হুযূর স্মৃতিচারণ করেন হযরত সুয়ায়বাত বিন সা'দ (রা.)-এর। তাকে সুয়ায়বাত বিন হারমালাও ডাকা হতো। তিনি বনু আবদে দার গোত্রের লোক ছিলেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ তাকে ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। পরবর্তীতে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। মহানবী (সা.) তার ও হযরত আয়েস বিন মায়েস-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

সাহাবীদের স্মৃতিচারণের পর হুযূর (আই.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি হওয়া একটি ইলহাম 'ওয়াসসে মাকানাকা' অর্থাৎ 'তোমার গৃহকে প্রশস্ত কর' প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেন। এই ইলহামটি সেই সময় তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল যখন মাত্র দু'তিনজন লোক তাঁর কাছে আসতো, পরবর্তীতে যখন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও একাধিক বার এই ইলহাম হয়েছে, যার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও কৃপারাজি বর্ষিত হবার ইলহামও হয়েছে। এই ইলহামটি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গৃহকে প্রশস্ত করার উপকরণ সৃষ্টি করবেন এবং তাঁর পর তাঁর খলীফাগণ আর জামাতও এই দৃশ্যাবলী দেখতে থাকবেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত এমনটিই ঘটতে দেখেছে এবং দেখছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুক্তরাজ্যে হিজরতের পর যেমন সারা বিশ্বে আহমদীয়াত বিস্তৃত হয়েছে, তেমনই বিশ্বজুড়ে জামাতের স্থাপনাও ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ব্রিটেনে খলীফা রাবের হিজরতের পরপরই আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে ইসলামাবাদে ২৫ একর জমি ক্রয় করার সৌভাগ্য দান করেন, পরবর্তীতে তাতে আরও ৬ একর যুক্ত হয়। এছাড়া ফার্নহামের দ্বিতল বিল্ডিং, খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিল্ডিং, অল্টনের ২শ একরের বেশি জলসা গাহ্ এবং ৩০ একরের জামেয়া কমপ্লেক্স এগুলো সবই ইসলামাবাদ থেকে মাত্র দশ-বিশ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। ইসলামাদে খলীফার জন্য বাসভবন, নতুন একটি মসজিদ, কয়েকটি অফিস এবং জামাতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন কোয়ার্টার নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। হুযূর বলেন, পরিকল্পনা অনুসারে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আমি লন্ডন থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হবো। জুমুআর নামায আমি সাধারণত এখানে অর্থাৎ বাইতুল ফুতুহ্তে এসেই পড়াবো। ইসলামাবাদের আশেপাশে বসবাসকারী জামাতের সদস্যরা সেখানে গিয়ে নামায পড়তে পারবেন। এ ক্ষেত্রে জামাতের করণীয় সম্পর্কে আমীর সাহেব আপনাদেরকে অচিরেই অবহিত করবেন। মসজিদ ফযলের পাশ্ববর্তী প্রতিবেশিরা বিভিন্ন সময় আমাদের লোকদের ব্যাপারে অভিযোগ করতো, ইসলামাদের আশেপাশের লোকেরা যেন কোন অভিযোগ-অনুযোগের সুযোগ না পায় সেদিকে আপনারা খেয়াল রাখবেন। হুযূর জামাতের সবাইকে দোয়া করতে বলেন যেন আল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদে তার স্থানান্তর এবং অবস্থানকে সবদিক থেকে কল্যাণমন্ডিত করেন ও কৃপারাজি বর্ষণ করতে থাকেন;

আল্লাহ্ তা'লা যেন ইসলামাবাদ থেকে ইসলামের প্রচার কাজকে পূর্বের চেয়ে অধিক বিস্তৃতি দান করেন, আর আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম 'তোমার গৃহকে প্রশস্ত কর' যেন কেবল জামাতের স্থাপনার বিস্তৃতিরই কারণ না হয় বরং আল্লাহ্ তা'লার মহা-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশস্ততারও কারণ হয়। (আল্লাহুম্মা আমীন)

৫ এপ্রিল, ২০১৯

আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গতকাল ৫ই এপ্রিল, ২০১৯ লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে আবারো মহানবী (সা.)- এর বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করে খুতবা প্রদান করেন। হুযূর (আই.) বলেন, আজ আমি প্রথম যে বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তার নাম হল, হযরত খিরাশ বিন সিম্মাহ্ আনসারী (রা.), তিনি খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু জুশমের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ নেন; উহুদের যুদ্ধে তার শরীরে দশটি আঘাত লাগে। তিনি মহানবী (সা.)-এর দক্ষ তীরন্দাজদের একজন ছিলেন। বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর জামাতা আবুল আসকে তিনি বন্দী করেছিলেন।

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন, হযরত উবায়েদ বিন তায়্যিহান (রা.), তার মায়ের নাম ছিল লায়লা বিনতে আনীক। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আবুল হাইসাম বিন তায়্যিহানের ভাই ছিলেন, তারা দু'ভাই একসাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নেন। হযরত উবায়েদ উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন, ইকরামা বিন আবু জাহল তাকে শহীদ করে। অন্যান্য বর্ণনামতে তিনি সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হন। তার দুই পুত্র আব্বাদ ও উবায়দুল্লাহ্; আব্বাদ নিজেও বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, আর উবায়দুল্লাহ্ ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন।

পরবর্তী সাহাবী হলেন, হযরত আবু হান্না মালেক বিন আমর (রা.); আবু হান্না ছিল তার ডাকনাম, আসল নাম হল, মালেক বিন আমর। মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদি তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। এরপর হুযূর যার স্মৃতিচারণ করেন তার নাম হল, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বিন সা'লাবা (রা.); তার পিতার নাম ছিল যায়েদ বিন সা'লাবা আর তিনিও সাহাবী ছিলেন। তিনি খাযরাজের শাখা বনু জুশমের সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশ নেন; তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ অন্যান্য যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্ব হতেই তিনি আরবী লিখতে জানতেন। তার ভাই হুরায়েস বিন যায়েদও মুসলমান ছিলেন ও বদরী সাহাবী ছিলেন, তার এক বোন কুরায়বাও সাহাবীয়া ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ সেই সাহাবী, যাকে স্বপ্নে আযানের বাক্যগুলো শেখানো হয়েছিল; তিনি মহানবী (সা.)-কে তা অবগত করলে মহানবী (সা.) হযরত বেলালকে সেই অনুসারেই আযান দিতে বলেন। যখন হযরত বেলাল (রা.) আযান দেন, তা শুনে হযরত উমর (রা.) দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে আসেন এবং আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলেন যে, তিনিও স্বপ্নে ঠিক এই বাক্যগুলোই আযানের জন্য শুনেছেন। আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের স্বপ্নের কথা শুনেন তখন বলেন, এই শব্দগুলো তাঁকেও (সা.) ওহী করে জানানো হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজের শেষ সম্বলটুকুও সদকা করে দিয়েছিলেন, যা তার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ছিল। যখন মহানবী (সা.) তা জানতে পারেন, তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ তোমার সদকা কবুল করে নিয়েছেন, এখন এটি উত্তরাধিকার হিসেবে তোমার বাবা-মাকে লিখে দাও। ফলে পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের সন্তানরা উত্তরাধিকারী হিসেবে এর মালিকানা সত্ত্ব লাভ করেন। বিদায় হজ্জের সময় মিনায় মহানবী (সা.) কুরবানীর পর সাহাবীদের মধ্যে মাংস উপহারস্বরূপ বিতরণ করেন। কিন্তু কয়েকজন সাহাবী এথেকে অংশ পান নি। মহানবী (সা.) নিজের মাথা কামিয়ে ও নখ কেটে সেগুলোও উপহার হিসেবে বিতরণ করে দেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নবীজী (সা.)-এর নখ উপহার হিসেবে লাভ করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন এক ব্যক্তি এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই আপনাকে আমি আমার নিজের প্রাণ, পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের চেয়েও অনেক বেশি ভালবাসি। বাড়িতে ছিলাম, আপনার কথা মনে পড়লে আর আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, আপনার কাছে ছুটে এলাম। কিন্তু যখন আপনার ইন্তেকাল হবে, তখন আপনি তো জান্নাতে অনেক উর্ধ্বে অন্যান্য নবীদের সাথে থাকবেন। আমার ভয় হয়, আমি মারা গেলে তো জান্নাতে এত উর্ধ্বে স্থান পাব না আর আপনার দেখাও পাব না! মহানবী (সা.) তার একথার কোন উত্তর দেন নি, তখন জীব্রাঈল (আ.) সূরা নিসার ৭০ নং আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন, যার অর্থ হল, "যে আল্লাহ্ ও এই রসূলের (সা.) আনুগত্য করে, তারা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার প্রদান করেছেন, অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানদের মধ্যে।" হুযূর (আই.) বলেন, এই আয়াতটি মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে তার উম্মতের মধ্য থেকে শরীয়তবিহীন নবুওয়তের মর্যাদা লাভের সম্ভাবনার একটি অকাট্য দলিল, যা উম্মতের পূর্ববর্তী বুযূর্গ ও আলেমগণও বর্ণনা করেছেন। হযরত ইমাম রাগেবও উপরোক্ত আয়াতের এই অর্থই করেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর পর তাঁর অনুসরণে শরীয়তবিহীন নবী আসতে পারেন।

আল্লামা যুরকানীর মতে উল্লিখিত ঘটনায় বর্ণিত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ ছিলেন। মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বাগানে কাজ করছিলেন। তার ছেলে এসে তাকে মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের সংবাদ দেন। তিনি তখন দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আমার দৃষ্টি নিয়ে নাও, যেন আমি আমার প্রিয় মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কাউকে দেখতে না পাই! অতঃপর এমনটিই ঘটে অর্থাৎ তিনি ক্রমান্বয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং অন্ধ হয়ে যান। অনেকের মতে তিনি উহুদের যুদ্ধের পর ইন্তেকাল করেন কিন্তু বেশিরভাগের মত হল তিনি ৩২ হিজরিতে ৬৪ বছর বয়সে হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন, হযরত উসমান (রা.) তার জানাযা পড়ান। এবং তাকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

পরবর্তী সাহাবী হলেন, হযরত মুআয বিন আমর বিন জমূহ (রা.); তার পিতা আমর বিন জমূহও মহানবী (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন, যিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। হযরত মুআয আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ নেন। তার পিতা শুরুতে কট্টর মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন। তিনি মুসলমান হবার পর মদীনার আরও কয়েকজন যুবকের সাথে মিলে গোপনে মদীনার প্রতিমাগুলো ধ্বংস করার কাজ করতেন। তার পিতা আমর বিন জমূহ বাড়িতে কাঠের একটি মূর্তি রাখতেন; মুআয প্রতিরাতে সেই মূর্তিটি আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিতেন, আর তার পিতা পরদিন সেটিকে তুলে এনে ধুয়ে-মুছে যথাস্থানে রাখতেন, যদিও তিনি জানতেন না কে এই কাজ করছে। কয়েকদিন এমনটি হওয়ার পর রাতে আমর বিন জমূহ মূর্তির গলায় তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে মূর্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আজও যদি কেউ তোমার সাথে এমন করতে আসে, তবে তুমি তাকে প্রতিহত করো। যা হওয়ার তা-ই হল, মূর্তিকে আবারও বাইরে ফেলে দেয়া হল। এই ঘটনার পর আমর বিন জমূহ'র চোখ খুলে যায়, তিনি বুঝতে পারেন– আসলে এই মূর্তির কোন ক্ষমতাই নেই। অতঃপর তিনি শির্ক থেকে বিরত হন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, বদরের যুদ্ধে আবু জাহলকে হত্যাকারীদের মধ্যে মুআযও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন; বর্ণিত হয়েছে, মুআয বিন আমর ও মুআয বিন আফরা আবু জাহলকে রণক্ষেত্রে আক্রমণ করে হত্যা করেন, পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ তার শিরোচ্ছদ করেন। তবে অন্যান্য বর্ণনায় মুআয বিন আমরের পরিবর্তে মুআয বিন আফরা ও তার ভাই মুআওভেয বিন আফরার নামও এসেছে। সকল বর্ণনা একত্র করে প্রণিধান করলে বুঝা যায় যে, আবু জাহলের ওপর প্রথমে আক্রমণ করেন মুআয বিন আমর ও মুআয বিন আফরা, পরবর্তীতে মুআওভেযও আক্রমণ করেন, সবশেষে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ তার শিরোচ্ছেদ করেন। তিনি হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন, হযরত উসমান তার জানাযা পড়ান ও জান্নাতুল বাকীতে তাকে সমাহিত করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) বলেন, মুআয বিন আমর বিন জমূহ কতই না উত্তম ব্যক্তি! হুযূর (আই.) দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা এসব ব্যক্তির প্রতি সহস্র সহস্র রহমত ও কৃপা বর্ষণ করুন, যারা আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে তাঁর সন্তোষভাজন হয়েছেন। (আল্লাহুম্মা আমীন) খুতবার শেষ দিকে হুযূর শ্রদ্ধেয় মালেক সুলতান হারুন খান সাহেবের গায়েবানা জানাযার ঘোষণা দেন, যিনি গত ২৭শে মার্চ ইসলামাবাদে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমের বড় পুত্র খলীফাতুল মসীহ্ রাবের ছোট জামাতা ছিলেন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন, তার পিতা কর্ণেল মালেক সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেব মাত্র ২৩ বছর বয়সে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও নবাব পরিবারের সন্তান ছিলেন, জমিদার ছিলেন তারা। তার অজস্র অসাধারণ গুণাবলী সম্পর্কে হুযূর নাতিদীর্ঘ স্মৃতিচারণ করেন। হুযূর দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা ও ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং জামাত ও খিলাফতের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দিন। (আমীন)

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল।]

বিবিসি রিপোর্ট

বুধবার রাতে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের কাছে লেখা এক চিঠিতে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে তাদের ধর্মীয় জলসার সরকারি অনুমতি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অন্যতম শীর্ষ নেতা আহমদ তবশির চৌধুরী বিবিসিকে জানিয়েছেন, তারা বুধবার রাত দশটা নাগাদ পঞ্চগড় জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন যাতে ফেব্রুয়ারি ২২ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত তাদের 'জলসা এবং মহা-সমাবেশ' করার অনুমতি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। মি চৌধুরী বলেন, কোনো কারণ দর্শানো হয়নি, শুধু লেখা হয়েছে অনিবার্য কারণবশত প্রশাসন অনুমতি স্থগিত করছে।

পঞ্চগড়ের উপকণ্ঠে আহমদ নগর গ্রামে গত ৬০ বছর ধরে আহমদীয়া সম্প্রদায় বাৎসরিক এই জলসা করে। তবে সম্প্রতি খতমে নবুয়ত নামে একটি কট্টর ধর্মীয় সংগঠন, যারা আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন করছে, তারা একই গ্রামে একই সময়ে পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ডাকে।

উত্তেজনার মাঝে, মঙ্গলবার রাতে আহমদনগরে আহমেদীয়া সম্প্রদায়ের লোকজনের বেশ কিছু বাড়িতে হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। প্রায় পঞ্চাশ জন আহ্মদী এই আক্রমণে আহত হয়েছে। পরদিনই বুধবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে আহমদীয়াদের জলসার এই অনুমতি স্থগিত করা হলো। আহমদ তাফসির চৌধুরী বিবিসিকে বলেন, "ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত" হলেও সরকারের সিদ্ধান্ত তারা মেনে নেবেন। "আমরা কখনো কোনো বিরোধে জড়াতে চাইনা।"

তিনি বলেন, অনুষ্ঠান না করতে পারায় তাদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হবে। "অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত আয়োজন প্রায় শেষের পথে ছিল। মূল প্যান্ডেল, আগতদের থাকার জায়গার ব্যবস্থা প্রায় শেষ।" আহমদীয়া জামাত আশা করছিল তাদের এই জলসা এবং 'মহা-সমাবেশে' আট থেকে ১০ হাজার লোক হবে।

এর আগে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আমির মোবাশ্বেরুর রহমান বিবিসিকে বলেন, পঞ্চগড়ে জলসা করতে গিয়ে বাধা পাবেন, এটা তারা কখনো ধারণা করেননি। "পঞ্চগড়ে ১৯৬০সাল থেকে আমাদের জলসা হচ্ছে। সেখানে আমাদের এই জলসা কখনই বাধার মুখে পড়েনি...খুবই দু:খজনক।"

আহমদ তাফসির চৌধুরী - যিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একজন নায়েব ন্যাশনাল আমীর - বিবিসিকে বলেন, জানুয়ারিতে তাদের বাৎসরিক জলসার অনুমতি পাওয়ার পর সরকারের "উঁচু পর্যায়" থেকে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান করার নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন তারা। তিনি বলেন, তারপরও এ ধরণের ঘটনা "দুঃখজনক।"

আহমদীয়া জামাতের আমীর মোবাশ্বেরুর রহমান বলেন, ধর্মীয় কট্টরপন্থীরাই তাদের ওপর হামলা করেছে এবং এর বিচার চান তারা।

"ধারালো অস্ত্র নিয়ে তারা যে আক্রমণ করেছে, এটি তাদের পুরোনো স্টাইল। এই খতমে নবুয়ত তারা পাকিস্তান থেকে এটা আমদানি করেছে।"

পঞ্চগড় শহরের উপকণ্ঠে আহমদনগর নামে যে গ্রামটিতে এ মাসের ২২ থেকে ২৪ তারিখ এই জলসা হওয়ার কথা, সেই গ্রামটিতে এই সম্প্রদায়ের অনেক লোকজনের বসবাস। সম্প্রতি একই গ্রামে একই সময়ে ধর্মীয় সমাবেশের ডাক দেয় খতমে নবুয়ত নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন - যারা বহুদিন ধরে আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন করছে। মঙ্গলবার রাতে আহমদনগরে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকজনের বাড়িতে হামলা চালানো হয়।

ধর্মভিত্তিক কয়েকটি সংগঠন খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ পরিষদের ব্যানারে আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে ঢাকায় ২০০৩ সাল থেকে দুই বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছিল। একপর্যায়ে সংগঠনটির নেতারা বিভক্ত হয়েছিলেন পরস্পরের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তুলে। এখন আবার পঞ্চগড়ে এই সংগঠনের ব্যানারে আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে কর্মসূচি নেয়া হয়।

এদিকে কওমি মাদ্রাসা ভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের নেতা আহমদ শফীও মঙ্গলবার হামলার ঘটনার দিনে এক বিবৃতি দিয়ে পঞ্চগড়ে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। বুধবার আবার তার পক্ষে চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে সংবাদ সম্মেলন করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে নিষিদ্ধ করার তাদের পুরোনো দাবি তুলে ধরা হয়। (সূত্রঃ বিবিসি নিউজ বাংলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে কপি করা হয়েছে)